কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারপতিগণ: প্রকাশ **শ্রীবাস্তব, প্রধান বিচারপতি এবং রাজর্ষি ভরদ্বাজ, (বিচারপতি)**

আইনুল হোক বনাম মন্দীপা এন্টারপ্রাইজ

এমএটি নং-2021 সালের 1247, ১৩/১২/২০২১ তারিখে নিষ্পন্ন।

ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৪-দরপত্র-দরদাতাকে **তার প্রযুক্তিগত দর সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া-বৈধতা - বৈদ্যুতিন দরপত্র আহ্বানের নোটিশের সাথে সংযুক্ত প্রো ফর্মার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবেদন সংশোধন করার অনুমতি-আবেদনকারীর আবেদন** যে **ধারা-বি ফর্ম-1-এ আবেদনের জন্য নির্ধারিত প্রো ফর্মার ত্রুটি রয়েছে-যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি-রাজ্য সরকারের ১৫.১.২০১৯ তারিখের লিপিতেই। নিজে এই ধরনের ভুল সংশোধনের অনুমতি দেয়-আবেদনপত্রে** অসঙ্গতিগুলি **ছিল গৌণ প্রকৃতির-একক বিচারক স্মারক লিপির নোট নিয়ে প্রতিবাদীকে ছোটখাটো ত্রুটিগুলির সংশোধনের** অনুমতি **দেন-আবেদন ফর্ম-1-এ কথিত টাইপোগ্রাফিক ত্রুটি প্রযুক্তিগত দরপত্রের যোগ্যতার** উপর **কোনও প্রভাব ফেলে না-সংশোধন, বৈধ। ডব্লিউপিএ নং। 2021 সালের 17814 *ডি* আই 11.11.2021 (ক্যাল), সুনিশ্চিত করা হয়েছে।এআইআর 2001 এসসি 682 এবং এআইআর 1996 এসসি 11, চিহ্নিত**

অনুচ্ছেদ **11,12,13,14)**

উল্লিখিত মামলাঃ

এ আই আর অনলাইন 2021 এসসি 1043

(2021) ডব্লু পি এ নং ২০২১ এর ১৭৮১৪, তাং ১১-১১-২০২১

(ক্যাল) (সুনিশ্চিত) এ আই আর অনলাইন 2013 এসসি 578

এ আই আর অনলাইন 2006 এসসি 645

এ আই আর 2001 এসসি 682:2001 এ আই আর এস. সি. ডব্লিউ 322 (চিহ্নিত)

এ আই আর আই 1996 এসসি 11: 1994 এ আই আর এস. সি. ডব্লিউ 3344 (চিহ্নিত)

কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ নং (৩,১৪)

অনুচ্ছেদ নং (১) অনুচ্ছেদ নং। (১০)

অনুচ্ছেদ নং (৩,১৩)

অনুচ্ছেদ নং। (৩,১২)

অনুচ্ছেদ নং (৩,১৩)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে কিশোর দত্ত, কল্লোল বসু, রীতা পাত্র, আনন্দ ফার্মিনা, নীলাঞ্জন পাল, মির্জা ফিরোজ আহমেদ বেগ; প্রতিবাদীগনদের পক্ষে অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মো. টি. এম. সিদ্দিকী, নীলোৎপল চ্যাটার্জি, ফিরোজ এডুলজি, সন্দীপ কুমার দে, অভিজিৎ সরকার, সৌম্য মজুমদার, অনির্বাণ দত্ত।

1. প্রকাশ শ্রীবাস্তব, প্রধান বিচারপতি- এই আপিলটি 11 নভেম্বর, 2021 তারিখের বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত।

যদ্দ্বারা ডব্লিউ. পি. এ নং 2021 সালের 17814 নং প্রতিবাদী দ্বারা অত্র দায়ের করা প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষকে প্রতিবাদী নং-১কে অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে 20শে অক্টোবর, 2021 তারিখের বৈদ্যুতিন দরপত্র আহ্বানকারী নোটিশের সাথে সংযুক্ত প্রথালিপি (Proforma) সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সংশোধিত আবেদন দাখিল করার অনুমতি সহ।আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যদি এই জাতীয় সংশোধনের আবেদন জমা দেওয়া হয়, তবে প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষ যথাযথ ভাবে খতিয়ে দেখার পরে, দরপত্র আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি (সংক্ষেপে 'এনআইটি') এবং এর সংযুক্তি থেকে উপস্থিত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার সাপেক্ষে এটিকে বৈধ হিসাবে বিবেচনা করবে এবং প্রতিবাদী নং ১এর দরপত্র প্রযুক্তিগতভাবে সঠিক, যার ফলে তিনি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকারী হন।

2. সারসংক্ষেপ হল বৈদ্যুতিন দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি (সংক্ষেপে 'এনআইইবি')। প্রতিবাদী নং ৩ দ্বারা পেশ করা হয়েছিল 2021 সালের 8ই অক্টোবর বীরভূম জেলার ইলামবাজারে অজয় নদীর উপর অজয় সেতুতে টোল কর সংগ্রহের জন্য ।আপিলকারী এবং প্রতিবাদী নং ১ সহ উভয়পক্ষ তাদের দরপত্র জমা দিয়েছিল এবং প্রতিবাদী নং১-কে তাঁর প্রযুক্তিগত দরপত্র প্রত্যাখ্যানের

বিষয়ে 9 নভেম্বর, 2021 তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল।যেহেতু প্রত্যাখ্যানের আগে শংসাপত্র জমা দেওয়ার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি, তাই ঐ দিনেই প্রতিবাদী নং ১ উত্তর পাঠান।.প্রতিবাদী নং ১ এই অভিযোগ উত্থাপন করে রিট কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল যে প্রযুক্তিগত দরপত্রটি অবৈধভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি।বিজ্ঞ একক বিচারক দেখেছেন যে 15ই জুন, 2019 তারিখের স্মারকলিপিতে নির্ধারিত পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়নি এবং ফর্ম পূরণ করার সময় যে ছোটখাটো অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল তা বিবেচনা করে উপরে উল্লিখিত নির্দেশের সাথে তিনি পিটিশনটি নিষ্পত্তি করেন।

3. প্রতিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌঁসুলির বলেছেন যে প্রতিবাদী নং ১-এর প্রযুক্তিগত দরপত্রে ত্রুটি রয়েছে। সেকশন বি, ফর্ম ১ আবেদনের প্রথালিপি সঠিকভাবে পূরণ করা হয়নি এবং সেখানে ভুল ছিল। তিনি আরও বলেন যে, দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত বি (v) ধারাটি এই ধরনের সংশোধনের অনুমতি দেয় না এবং যে ভুলগুলি প্রতিবাদী নং ১ দ্বারা জমা দেওয়া ফর্মে লক্ষ্য করা গেছে 2019-এর 15ই জানুয়ারির স্মারকলিপিতেও তাঁর উল্লেখ নেই ।তাঁর সওয়ালের সমর্থনে, তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড বনাম প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিমিটেড এবং অন্যান্যদের (2001) 2 এস. সি. সি 451 মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেনঃএবং টাটা সেলুলার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (1994) 6 এস সি সি 651(এআইআর 1996 এস সি 11)

তিনি আরও বলেন যে, এই ধরনের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় **পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত এবং** তিনি জগদীশ মণ্ডল বনাম উড়িষ্যা রাজ্য ও অন্যান্য (2007) 14 এস. সি. সি 517-এর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেনঃ(এ. আই. আর. অনলাইন 2006 এস. সি 645) তাঁর জমা বক্তব্যের সমর্থনে এবং এও বলেছেন যে উকিলের দেওয়া ছাড় আইনের পরিপন্থী নয় এবং **এই বিষয়ে তিনি ইউনিয়ন** অফ ইন্ডিয়া বনাম মনরাজ এন্টারপ্রাইজ (2021) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি 1081-এর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেনঃ(এ. আই. আর. অনলাইন 2021 এস. সি 1043)।

4. প্রতিবাদী নং ১এর পক্ষের বিজ্ঞ উকিল আপিলের বিরোধিতা করে এবং বিদ্বান একক বিচারকের আদেশকে সমর্থন করে বলেছেন যে যেহেতু আবেদনপত্রে কিছু ছোটখাটো ভুল হয়েছে, তাই 15 জানুয়ারী, 2019 তারিখের স্মারকলিপি এবং এনআইটির ধারা বি (ভি)-এর পরিপ্রেক্ষিতে সঠিকভাবেই সংশোধনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

5. রাজ্যের বিজ্ঞ কৌঁসুলি বলেছেন যে রিট কোর্টে রাজ্যের কৌঁসুলি যে ছাড় দিয়েছেন তা কেবল দরপত্রের বিবেচনার ক্ষেত্রে ছিল এবং প্রযুক্তিগত দরপত্রটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তাই এটি যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

6. আমরা উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য শুনেছি এবং রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করেছি। প্রতিবাদী ১এর টেকনিক্যাল দরপত্র 9ই নভেম্বর, 2021 তারিখের আদেশ দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল, আবেদনপত্রটি যথাযথ ছিল না বলে।

আবেদনের বিন্যাসটি এনআইটির সেকশন-বি ফর্ম 1-এ রয়েছে। প্রতিবাদী নং ১ দ্বারা জমা দেওয়া আবেদনটি খতিয়ে দেখে দেখা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট টাইপোগ্রাফিক ত্রুটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে যার উদ্দেশ্যে আবেদনটি করা হয়েছিল এবং রেফারেন্স ধারানুসারে।

7. এনআইটির 6বি ধারাটি দরপত্র মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর উপ-ধারা (5)-এ মূল্যায়ন পর্বে দরপত্র আহ্বান এবং ব্যাখ্যা/তথ্য ইত্যাদির বিধান রয়েছে। । উপ-ধারা (v) নিম্নরূপঃ

(v) আমন্ত্রণপত্রের মূল্যায়নের সময় কর্তৃপক্ষ দরপত্র আহ্বান করতে পারে এবং কেবলমাত্র যে কোনও নথির বিষয়ে ব্যাখ্যা/তথ্য বা অতিরিক্ত সহায়ক নথি বা মূল হার্ড কপি চাইতে পারে, যা ইতিমধ্যে ওয়েব পোর্টালে জমা/আপলোড করা হয়েছে এবং যদি এগুলি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে (মাত্র 48 ঘন্টার মধ্যে) ইচ্ছুক দরদাতাদের দ্বারা উপস্থাপিত না হয়, তবে তাদের প্রস্তাবগুলি বাতিল হবে।

8. যেহেতু ই-ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে চুক্তি সংগ্রহ করা হয়েছিল, তাই দরপত্র

পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার জন্য সরকার 15ই জানুয়ারি, 2019 তারিখে একটি স্মারকলিপি জারি করে, যাতে দরদাতাকে একটি সুযোগ দেওয়া হয় প্রযুক্তিগত আবেদনে ছোটখাটো ত্রুটিগুলির বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য।

15 জানুয়ারী, 2019 তারিখের স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যেঃ "এটি লক্ষ্য করা গেছে যে দরপত্র প্রক্রিয়া এবং ই-পোর্টালে দরদাতাদের আপলোড করা দরপত্রের নথির উপর ভিত্তি করে দরপত্রের যোগ্যতা/অযোগ্যতার পদ্ধতিতে কিছু দরপত্র প্রাক-যোগ্যতার পর্যায়ে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে দরদাতাদের আপলোড করা নথিতে এমন সব সামান্য কারিগরি/সংশোধনযোগ্য ঘাটতি্র কারণে যাতে দরদাতাদের প্রযুক্তিগত/আর্থিক সক্ষমতায় কোনও বস্তুগত পার্থক্য ঘটে না।

এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষ দরদাতাদের কোনও সুযোগ না দিয়ে এই দরপত্র/দরপত্রগুলি প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে।

সমগ্র দরপত্র পরীক্ষা প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার জন্য, যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গণপূর্ত বিভাগের পক্ষ থেকে কাজটি বাস্তবায়ন করছে তাদেরকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যে দরদাতাদের কারিগরি দরপত্র ত্রুটিপূর্ণ , তাদেরকে সাতটি কর্মদিবসের মধ্যে ই-মেইলের মাধ্যমে বা কোনও বার্তাবাহক দ্বারা হার্ড কপি পাঠানোর মাধ্যমে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিতে।ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়ার পরে, কর্তৃপক্ষের প্রতিটি মামলার যোগ্যতা বিবেচনা করে দরপত্র গ্রহণ/প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া ন্যায়সঙ্গত হবে।

9. বর্তমান ক্ষেত্রে, আবেদনপত্রে অসঙ্গতিগুলি সামান্যই ছিল।অতএব, 2019-এর 15ই জানুয়ারির স্মারকলিপিটি বিবেচনা করে বিজ্ঞ একক বিচারক উক্ত ছোটখাটো ত্রুটিগুলি সংশোধনের অনুমতি দিয়েছেন। ফর্ম 1-এ সেই ছোটখাটো টাইপোগ্রাফিক ত্রুটিগুলি যে কোনওভাবেই দরপত্রের যোগ্যতাকে প্রভাবিত করবে তেমন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।এই প্রেক্ষিতে, একক বিচারকের সামনে, রাজ্যের কৌঁসুলিও ছোটখাটো ত্রুটির বিষয়ে ব্যাখ্যা সহ

নতুন আবেদন জমা দিয়ে আবেদনে উল্লিখিত ত্রুটি সংশোধনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।

10. কিছুটা অনুরূপ পরিস্থিতিতে, রশ্মি মেটালিক্স লিমিটেড এবং অন্য একজন বনাম কোলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং অন্যান্যদের (2013) 10 এস. সি. সি 95: (এ. আই. আর. এন. লাইন 2013 এস. সি 578) একটি মামলায় যেখানে আবেদনকারীকে তার সর্বশেষ আয়কর প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে যে দরপত্র কর্তৃপক্ষের এই অসঙ্গতিটি দরপত্রদাতার নজরে আনা উচিত ছিল কারণ সর্বশেষ আয়কর রিটার্ন দাখিল করা একটি আনুষঙ্গিক শব্দ ছিল এবং দরপত্রের সাথে সর্বশেষ আয়কর রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আবেদনকারী সংস্থার দরপত্র/প্রস্তাব উপেক্ষা করার যথেষ্ট কারণ ঘটেনি। রশ্মি মেটালিক্স লিমিটেডের (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যেঃ

"18. আমরা মনে করি যে, আয়কর রিটার্ন তখনই অপরিহার্য হত যদি মোট আয় বা নেট আয়ের উপর ধার্য কর অন্যতম যোগ্যতামান হত। অনেক ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাসঙ্গিক শর্ত, কারণ এটি দরপত্রকারী সংস্থার বাণিজ্যিক অবস্থান এবং নির্ভরযোগ্যতার ইঙ্গিত দেয়।এক্ষেত্রে সেটি না থাকায়, আমরা মনে করি যে সর্বশেষ আয়কর রিটার্ন দাখিল করা একটি আনুষঙ্গিক শর্ত ছিল এবং সেই অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের এই অসঙ্গতিটি আবেদনকারী সংস্থার নজরে আনা উচিত ছিল এবং তার পরেও যদি কোনও সংশোধন না করা হত, তবে বর্তমান অবস্থান অনেকটাই অন্যরকম হতে পারত।আপিলকারী কোম্পানির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এবং প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষের বিদ্বান কৌঁসুলি অস্বীকার করেননি যে, আপিলকারী কোম্পানির আর্থিক দর অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট কম, এবং তাই, আর্থিকভাবে অগ্রাধিকারযোগ্য।"

11. বর্তমান ক্ষেত্রেও, আবেদনপত্র ১-এ উল্লিখিত টাইপোগ্রাফিক ত্রুটি

প্রযুক্তিগত দরপত্রের যোগ্যতার উপর কোনও প্রভাব ফেলে না।সুতরাং, এই মামলাটিও একই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।

12. এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত এবং দরপত্রের নথিতে ভুলকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া যায় না, তবে বর্তমান ক্ষেত্রে, 15ই জানুয়ারি, 2019 তারিখের রাজ্য সরকারের স্মারকলিপিতেই এই ধরনের ভুল সংশোধনের অনুমতি রয়েছে। অতএব, আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন।

13. আপিলকারীর পক্ষের বিজ্ঞ কৌঁসুলি টাটা সেলুলার (সুপ্রা)-র মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে সিদ্ধান্তের গুণাগুণ নয়, কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটির বিচারিক পর্যালোচনা অনুমোদিত কারণ আদালত আপিল আদালত হিসাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করছে না। এই ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় ত্রুটিটি ঘটেছে15 জানুয়ারী, 2019 তারিখের রাজ্যের স্মারকলিপিতে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে না চলার ক্ষেত্রে।অতএব, আপিলকারী উক্ত রায়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন।আবেদনকারীর আইনজীবী জগদীশ মণ্ডলের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপরও নির্ভর করেছেন(সুপ্রা) যেখানে বলা হয়েছে যে দরপত্রের মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদান অপরিহার্য বাণিজ্যিক কাজ এবং সমতা ও স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং যদি চুক্তি প্রদান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত যথার্থ হয় এবং জনস্বার্থে হয়, আদালত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে হস্তক্ষেপ করবে না, এমনকি যদি কোনও মূল্যায়নে পদ্ধতিগত বিচ্যুতি বা ত্রুটি বা কোন দরপত্রদাতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ঘটেও থাকে।বর্তমান ক্ষেত্রে, আর্থিক দরপত্র এখনও খোলা হয়নি, কেবল প্রযুক্তিগত দরপত্র খোলা হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়াতেও, প্রতিবাদীপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করেননি।অতএব, প্রক্রিয়ায়

স্বচ্ছতার উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে, আমাদের অভিমত হল যে আবেদনকারী জগদীশ মণ্ডলের ক্ষেত্রে রায়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন।

14. আপিলকারীর কৌঁসুলি মনরাজ এন্টারপ্রাইজ (উপরোক্ত)-এর মামলার রায়ের উপরও নির্ভর করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনের বিপরীতে কৌঁসুলি যদি ছাড় দেন তবে তা পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হবে না, তবে এই ক্ষেত্রে, রাজ্যের কৌঁসুলি যে ছাড় দিয়েছেন তা আইনের পরিপন্থী ছিল তা দেখানোর জন্য কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

15. অতএব, আমাদের অভিমত হল যে, বিজ্ঞ একক বিচারপতির আদেশে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

16. তদনুযায়ী এই আবেদন খারিজ করা হল।

তদনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.